শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি এই নামে একটা...পাবলিকেশন হওয়া দরকার।

সেটার থিম টা হচ্ছে এরকম,আমি..যদি এভাবে বলি...

যেমন... মানে শিক্ষা মানুষকে উইশডম শেখায় শিক্ষা স্বাধীনতা শেখায় শিক্ষা মানুষকে বিতর্ক তর্ক করতে শেখায়,সমালোচনা করতে শেখায় বা যে স্বাধীন চেতনার জায়গা শেখায় কিন্তু রাজনীতি ছাড়া...মানে সবসময় পৃথিবীর যুগে যুগে যত ধরণের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ই হোক না কেনো সব রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসলে সাধারণ মানুষকে বা সর্বস্তরের মানুষকে নির্বাক করে রাখা বাকহীন করে রাখা বা কোনো..ভাবেই শাসক শ্রেণীকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জায়গায় মানুষ যত মানুষকে যত কম সুযোগ দেওয়া যায় ,না রাখা যায় সেটা কিন্তু রাজনৈতিক.. আঃ... একটা খুব বড় জায়গা আর কি অর্থাৎ মানুষ যেন প্রশ্ন করে কোনও জায়গায় না যায় মানুষ যেন নির্বিকারভাবে জীবনযাপন করে সেটা যেন ,,, সত্যিকার অর্থে সুখ না থাকলেও সে যেন নিজেকে সুখী ভাবে বা সেটিসফাইড ভাবে সেটা একটা বড় জায়গা ছিল,সেটা বিভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু একি ভাবে এসছে।তো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো শিক্ষা থেকে যদি সত্যিকার অর্থে দূরে থাকে অর্থাৎ স্বশিক্ষা সুশিক্ষা প্রস্প্রীত জায়গায় যদি দুর্বল থাকে তাহলে যে যে মানুষগুলো তৈরি হবে সেই মানুষগুলো বিচার বুদ্ধি বিবেচনায় বা প্রকাশের অথবা যুক্তি তর্ক খন্ডনে যদি অপারগ হয় তাহলে তাদেরকে শাসন শোষণ করা খুব সহজ,তো সেদিক থেকে উম... বিভিন্নভাবে ই যদি আমরা দেখি যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই অশিক্ষাটা গুঁজে রাখা হয় এবং সেই অশিক্ষাটা বা শিক্ষিত হওয়ার বদলে তাদেরকে যদি অন্য কোনোভাবে বেস্ত রাখা যায় ভিতর দিয়ে শিক্ষার নামে আসলে শিক্ষাহীন থেকে যাচ্ছে বা উইশডোম বা স্বাধীনতা চর্চার জায়গায় দূরে থাকছে তাহলে তাদেরকে কন্ট্রোল করা অনেক সহজ।সেদিক থেকে বাংলাদেশে কিন্তু এটা খুব একটা সাকসেসফুল মডেল যেমন আমরা যদি ধরি যে উম.... আঃ..মানে প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল এগুলোতে তো আছেই বা বিশ্বের এহ বা আমাদের দেশেরও সর্বোচ্চ শিক্ষা বা বিদ্যা পিঠ যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও আঃ.. শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃত অর্থে জ্ঞান চর্চার বদলে তাদের ক্ষমতা তাদের আঃ... বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রয়োজন মাথায় রেখে তারা যখন সামনের দিকে যেতে থাকে চিন্তা করতে থাকে তখন তাদের ভিতর থেকে যে প্রশপুটিত হওয়ার বিষয়টি সেটি কিন্তু আর থাকেনা রাজনৈতিক চেতনাহীন থাকার কথা কিন্তু বলা হচ্ছেনা বলা হচ্ছে যে রাজনৈতিক চেতনার নামে আসলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে যে ধরণের যা কিছু করা দরকার সেইকাজেই যদি বেস্ত থাকে তাহলে কিন্তু সেটা একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করে এবং যার ভিতর দিয়ে কিন্তু আসলে জ্ঞান চর্চার যে পরিবেশ তৈরি হওয়ার কথা তার বদলে বরং সেখানে আরেকটি ডীপপ্রাইভেষণ এর বা এক ধরণের কি বলা যায় যে এহ এটাকে আমি কিভাবে বলতে পারি,অর্থাৎ এক ধরণের অযৌত্তিক বলবো কিনা জানিনা যায় হোক মানে এরকম একটা কিছু হইয়ে ওঠে যাদেরকে আসলে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত প্রস্ফুটিত বা যে লিবারেল যে টলেরেন্স যেরকম মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষিত জনগুষ্টি তৈরি হওয়ার কথা তার বদলে স্বার্থপর মুনাফালোভী এবং সমাজের যে সোশ্যাল হারমোনি বলতে সমাজের যে জিনিসটা থাকতে হয় সেই জায়গা থেকে মানুষ বেক্তি স্বার্থের মধ্যে ডুবে গিয়ে তাদের এক ধরণের জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে ঢুকে যায় যার ভিতর দিয়ে আসলে সমাজ যে অর্থে শিক্ষিত হয়ে মানুষের মধ্যে শান্তি সৌম্য মানবিক গুণাবলী সহ যেভাবে থাকার কথা সেভাবে তো থাকতে পারেনা।তো এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই আসলে নিহিত থাকে অশিক্ষিত বলবনা আমি শিক্ষাহীন আলোহীন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে ,যে কারণে দেখা যায় যে গ্রেডের ইনফ্লুয়েশন হয়েছে ফলাফল হয়েছে এবং আমরা দেখতেই পারি যে তারা এক ধরণের পরীক্ষার্থী বা নম্বর্থী হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থী হওয়ার বদলে।তো এই ফর্মুলাটাই আসলে করা হয়েছে যেন রাজনৈতিক ফায়দা লুটে মানুষকে শোষণ শাসন করার জন্যে যে ধরণের আঃ... বিচারবুদ্ধিহীন বা আত্মউপলব্ধহীন জনগোষ্ঠী তৈরি করা যায় সেদিক থেকে তো সেই জায়গাটাই কিন্তু বাংলাদেশে তারা খুব সাকসেসফুলি এটা করতে পেরেছে,বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীতে ই একেক দেশে একেক ভাবে এটা হয়েছে।তো সে জায়গাটায় আসলে আঃ শিক্ষার যেটা রাজনৈতিক অর্থনীতি সেটা হল একদিকে রাজনৈতিক ভাবে মানুষকে শোষণ শাসন এর দিকে রাখার জন্যে যে ধরণের শিক্ষাহীন শিক্ষাকে শিক্ষা বলে চালিয়ে দেওয়া হয় সেটা একটা বাস্তবতা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মুনাফা অর্জনের জন্য বা সেই মানুষদের মানুষ তো আসলে বোকা কাস্টমার চায় প্রত্যেকটা বিজনেস পিউপল ই কিন্তু আসলে কেউ তো চালাক বিবেকবান কাস্টমার চায়না তারা চায় যে কাস্টমার হবে বোকা অন্যদিকে যদিও ক্রেতারা চায় যে বিক্রেতা একটু বোকা হোক কিন্তু আসলে বিক্রেতারা তো অনেক বেশি সিদ্ধ হয়ে উঠে যার ভিতর দিয়ে আসলে ওই অর্থে বোকা যারা মানে বিজনেস পিউপল হয় তারা তো আসলে বাজারে টিকেই থাকেনা কিন্তু বোকা কাস্টমার তৈরি করে কিন্তু বিজনেজ গুলো যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে টিকে থাকবে এবং যে অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা লাভের সুযোগ থাকে সেই সুযোগটা অনেক বেড়ে যায় যখন একটা যুক্তি বা স্বাভাবিক জীবনাচরণ থেকে একটা অস্বাভাবিক জীবনাচরণ এর প্রতি মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে সেখানে ক্ষমতার বাইরে ভোগের স্পৃহা জাগিয়ে সেটা তৈরি হতে পারে অপ্রয়োজনীয় ভোগের দিকে মানুষেকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে অর্থাৎ নানা ধরণের আসলে আড্ডিক্শন বা আসক্তি মানুষকে কিন্তু তখন সেই অর্থে তার যে সুখ অন্নেশন এ জীবনে সুখ তাই তো খুঁজে বেড়াই আমরা সেটা যাই করিনা কেন সেটা খেয়ে সুখ পায় অনেকে অন্যকে খাইয়ে সুখ পায় কিছু একটা বলে সুখ পায় লিখে সুখ পায় মানে সবকিছুর মধ্যেই মানুষতো সবশেষে যেটা খুঁজে সেটা হল সুখ।তো সেই সুখ প্রাপ্তির যেই জায়গাটা যদি ডিরেইল করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একটা অস্থিরতা সমাজের মধ্যে থেকে যায় এবং সেইটার উপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটোর কন্ট্রোল ই একি সাথে করা সম্ভব।সেইটা আমাদের একটা উপজজ্ঞ বিষয় বা সেটা নিয়ে হয়তো আমাদের চিন্তা করার আছে এবং সেটা নিয়ে আসলে কে কি ভাবছে সেটি ভাবাটা আলোচনা করাটাও মনে হয় সমাজের জন্যে দরকার।